সুর্খত উজালা বিবির পুথি

সত্তার খাঁ

বাংলা একাডেমী

ঢাকা

হয়াল গণী।

সর্ব্বউত্তম! সাবেকী ছাপা!! আদি ও আসল!!!

সুর্জ্জ উজ্যাল বিবীর পুথি

মুনসী—মোহাম্মদ বক্তার খাঁ সাহেব প্রণীত।

প্রকাশক—

কোরাণ শরীফ বিতীয় প্রকাশক ও বিক্রেতা
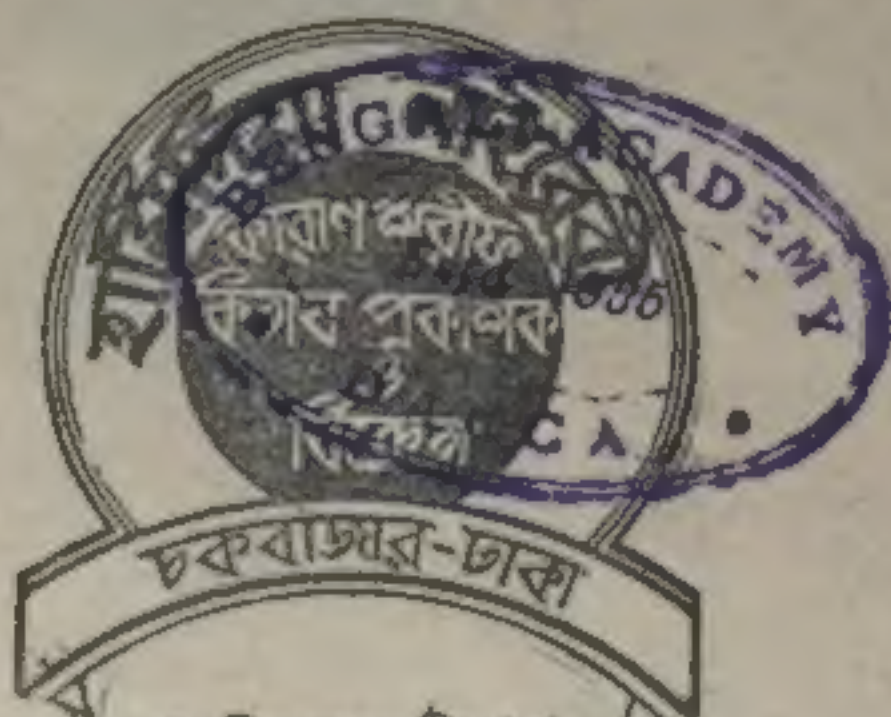
ছকবাজার-ঢাকা

পত্র লিখবার ঠিকানা
ম্যানেজার—হামিদিয়া লাইব্রেরী,
চকবাজার, ঢাকা।

সন ১৯৫০ ইং। মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

• ইলাহী ভরসা •

——০ঃ[*]ঃ০——

আল্লাহ বল ভাই যত মোমিনগণ ॥ সুর্জ্জউজ্জাল বিবীর কথা শুন দিয়া মন * সুর্জ্জউজ্জাল বিবী যদি সূর্য্য পানে চায় ॥ দেখিয়া আসমানের সূর্য্য লজ্জা পায় তায় * সুর্জ্জউজ্জাল বিবীর এয়ছাই রূপ লাল ॥ আসমানের চন্দ্র দেখে হয় ময়লা হাল * হানিফার পয়দাশেতে আল্লা ছিল সখা ॥ কোন ছলে সেই বিবীর সাথে হৈল দেখা * পহেলা করেছে শাদী মল্লিকা আকার ॥ তার পরে করে শাদী জৈগুণ সুন্দর * সোমর্ত্তভানে করে শাদী জোরে পাহালওয়ান ॥ তার পরে করে শাদী বিবী সোনাভান * পবন কুমারীরে বিয়া করে আপনার জোরে ॥ এই পঞ্চ বিবী দেখ হানিফার ঘরে * এক দিন হানিফা মর্দ্দ খোশাল হইয়া ॥ বসেছে আপনা ঘরে বিবীগণে লিয়া * পঞ্চ বিবীর এক রূপ বাত কহে খাসা ॥ আইলেন হানুফা বিবী দেখিতে তামাসা * বিবী বলে হয় মোর এই বড় সুখ ॥ এক বেটার তরে দেখি পঞ্চ বধুর মুখ * বিবী হানুফা বলে আমি পাকাইব খানা ॥ এক সাথে বসিয়া খাইব সর্ব্বজনা এতেক বলিয়া বিবী আন্দরেতে যায় ॥ সেতাবী করিয়া খানা হানুফা পাকায় * খোশালে নেকালে খানা সোনার বাসনে ॥ পোলাও আনিয়া দিল হানিফার সামনে * রূপার বাসুনে খানা নেকালে আপনি ॥ বিবীগণ আগে লিয়া দিলেন তখনি * সেঙ্গার করিয়া তারা বৈসে সর্ব্বজন ॥ আন্ধার ঘরেতে যেন চেরাগ রওশন * এই রূপে ছিল সবে হয়ে হরষিত ॥ দেখিয়া হানিফা মর্দ্দ বড় খোশালিত * সার্থক করিনু জন্ম এদের কারণ ॥ যত দুঃখ পাইয়া ছিনু না যায় কহন * পাহাড় আনিতে পারে আপনার বলে ॥ এক দিন দোসর হবে নিদানের কালে *

সুরত দেখিয়া শাহা পড়িল বিপাকে ॥ সম্মুখে তৈয়ার খানা তাহা নাহি দেখে * যে লোকমা হানিফা শাহা দিতে ছিল গালে ॥ ফিরাইয়া সেই লোকমা রাখিলেন থালে * তবেত হানিফা শাহা হৈল গোনাগার ॥ ফরিয়াদ করিল খানা আল্লার দরবার * কান্দিয়া কহেন খানা আল্লা ও রাসুল ॥ কি দোষে হানিফা মোরে না করে কবুল * নিজ ঘরে পয়দা আমি নাম সাদওয়ান ॥ দুনিয়ার মাল আমি সবার ঈমান * ফরিয়াদ আমার এই শোন পাক সাঁই ॥ হুকুম কর আমি আজি দুনিয়া ছেড়ে যাই যাইয়া সে নিজ পুরী রহি ছাপাইয়া ॥ মরুক হানিফা এবে মোরে না চিনিয়া * আমাকে ভুলিয়া দেখে নারীর সুরত ॥ আমি বিনে সুরত দেখ এ কেয়ছা বাত * আল্লা কহে সাদওয়ান থাকহ সংসারে ॥ সবার কেসমতে থাক বাম হানিফারে * কহিলেন এয়ছা যদি আপে নিরাঞ্জন গায়েবে জৈগুণ বিবী জানিল তখন * সোনাভান বলে ভারি দেখি তোমার মন ॥ হাত উঠাইলে তুমি কিসের কারণ * মোরা পঞ্চ বাদশাজাদী তেরা আগে কহি ॥ সবে বরাবর মোরা কেহ কমি নহি * বরুণ রাজার বেটী মল্লিকা আকার ॥ দেবতার কুলে জন্ম হইয়াছে তাহার * পাতালে সোমর্ত্তভানে বলি রাজার ঝি ॥ সকলে কুলীন আর কমি আছে কি * দেবতা রাজার বেটী নামে সোনাভান ॥ আলমেতে কেবা আছে তাহার সমান * মানি ঘরে জন্ম বটে তুমি হৈয়া মর ॥ আমা হৈতে কিঞ্চিৎ সংসারে তুমি বড় * জৈগুণ বলে ভেদ নাহি জান সোনাভান ॥ আফসোস করিয়া দেখ কান্দিছে সাদওয়ান * মোহাম্মদ হানিফা যে সামনে খানা থুয়ে ॥ আমা সবাকার রূপ দেখিছে চাহিয়ে * এ কারণে নালিশ করিল সাদওয়ান ॥ হুকুম করিল তাতে আপনি সোবহান * সাদওয়ান আর নাহি পাইবে চাহিয়া ॥ এবাতেরে ভারি মন করিছে শুনিয়া * এই বাত কানে কানে কহিল জৈগুণ ॥ হানিফা পুছিল কহ কেয়ছা বিবরণ * কানাকানি কর সবে কহ কোন বাতে ॥ জৈগুণ ফেরেব দিয়া বলিল সাক্ষাতে * সাদওয়ান রাখিয়া তুমি দেখিছ সুরত ॥ এমন উচিত নহে শুন হকিকত * কোন রূপ বিবী মোরা ঘড়ি২ চাহ ॥ সুর্জ্জউজ্জাল বিবীকে দেখিলে যাবে মোহ * সুর্জ্জউজ্জাল বিবী যদি বাহিরে দাঁড়ায় ॥ তাহাকে দেখিয়া চাঁদ সূর্য্য লজ্জা পায় * এমন সুরত তারে দিল বারিতালা ॥ চাঁদকে জিনিয়া তার সুরত উজ্জালা * শুনিয়া হানিফা মর্দ্দ হইল দেওয়ানা ॥ বিবীর কারণেতে ত্যাজিল খানাপিনা * সাত রাত সাত দিন গোজারিয়া যায় ॥ এই হাল শুনিয়া আইল তার মায়

হানিফারে কহে বাছা নির্ধনের ধন ॥ খানা নাহি খাও তুমি কিসের কারণ * হানিফা বলেন আমি আছি যে ব্যারাম ॥ জীউ নাহি চাহে মেরা খাইবারে তাম * বিবী হানুফা শুনে গেল বউদের কাছে ॥ না খায় হানিফা কেনে তাহা সবে পুছে * জৈগুণ বলে মাতা আমরা না জানি কি খাতেরে হানিফা ত্যাজিল খানা পানি * বিবী হানুফা বলে তবে শুনগো জৈগুণ ॥ এক ঘরে গিয়া আজি থাক পঞ্চজন * মায়া করি কান্দি সবে শুন দেল দিয়া ॥ রাজার মনের কথা লিবে নেকালিয়া * নিন্দ না যাইবে কেহ পাইবেক বাণী ॥ বেহানে ভেদের কথা আমি যেন শুনি * তবে দিন গুজারিল নিমাশাম পরে ॥ পঞ্চ বিবী আইলেন হানিফার ঘরে চারিদিকে বৈসে সব হানিফার কাছে ॥ কান্দিতে দেখিয়া সবে হানিফা যে পুছে * কেন সবে কান্দ আসি আমারে ঘেরিয়া ॥ সবে বলে কান্দি মোরা ইহার লাগিয়া * দানা পানি বিনে কেহ বাঁচিতে না পারে ॥ সাত রোজ ত্যাগ দিলে আট রোজে মরে * তুমিত সাত রোজ আজি ত্যাজিলে খোরাক ॥ কাঁহে বুঝে আমা সবে লাড়িবে নাহক * তুফানে ভালিয়া যাও আমা সবাকায় ॥ তুমি বিনে এ সবার কি হবে উপায় * কালেমা পড়িনু সবে জাত মজাইয়া ॥ আকবত পাব বলি ভরসা করিয়া তাহাতে করিলে তুমি সকলি নৈরাশ ॥ আর না যাই মোরা মা বাপের পাশ * হানিফা বলেন শুন আসিল জৈগুণ ॥ দেলে ভেবে দেখ সেই হইল দুশমন * জৈগুণের কথা মেরা হইয়াছে কাল ॥ রাত দিন মনে উঠে সুর্জ্জউজ্জাল * নসীবে যদ্যপি থাকে বারকোটে যাব ॥ সুর্জ্জউজ্জাল বিবী কোথা তাহাকে দেখিব * তার পর পারি যদি করিবার হাত ॥ তবেত ঘরেতে আমি ফের খাব ভাত * নহেত বিবীর তরে যায় যাবে জান ॥ এইরূপ বাত চিতে হইল বেহান * জৈগুণ আসিয়া কহে বিবী হানুফায় সুর্জ্জউজ্জাল নামে বিবী আছে দুনিয়ায় * তার তরে আছে মর্দ্দ দেওয়ানা খেয়াল ॥ পাইলে তাহারে খানা খাবে হামেহাল * কহে বিবী তার বাত শুনিল কেমনে ॥ এতদিন কভু নাহি শুনিনু যে কানে * জৈগুণ বলেন মাতা শুন তার বাত ॥ যেই দিন তুমি সবে দিয়াছিলে ভাত * আপনি মুখের ভাত হানিফা ফেলিয়া ॥ দেখিলেন আমা সবে মুখ ঘুড়াইয়া * এখাতেরে সাদওয়ান ফরিয়াদ করিল ॥ ইলাহী সাদওয়ান বাব হানিফে হইল * সেই কথা সোনাভানে কহিলাম আমি ॥ হানিফা পুছিল যুক্তি কি করিনু আমি মনেতে ভাবিনু যদি সাদওয়ানের বাত ॥ কহিতে হানিফা হয় আত্মা পরিঘাত একারণে ফেরেব করিনু তার তরে ॥ খানা রেখে রূপ দেখ এ কোন বিচারে

কোন রূপ ধরি মোরা দেখ নিরক্ষিয়া ॥ সুর্জ্জউজ্জাল বিবী আছে চন্দ্রকে জিনিয়া * অভাগিয়া পোরা মুখে নেকলিল ইহা ॥ কি কহিব নাহি জানি ইলাহীর চাহা * বিবী বলে তাতে খানা নাহিক খাইবে ॥ কিরূপে বেগর খানায় হানিফা বাঁচিবে * কান্দিয়া আকুল বিবী বলে হায় হায় ॥ কিরূপে বুঝিব সাচ্চা বাত মিছা হয় * জৈগুণ বলেন বিবী শুন সমাচার ॥ পাকাইয়া খানা তবে বুঝ একবার * তবেত হানুফা বিবী খানা পাকাইয়া ॥ জৈগুণের তরে খানা দেখাবান থুইয়া * আসিয়া হানিফা কাছে ধরি দুই হাত ॥ মিনতি করিয়া বলে খাও গিয়া ভাত নবীর কসম আর শির মোর খাও ॥ যদি না এখনি তুমি খানা খাইতে যাও * শুনিয়া মায়ের অতি মিনতি বচন ॥ খানার নজদিকে আসি হৈল আগমন * বসিল হানিফা যদি আসিয়া বাসুনে ॥ সোরাই ভরিয়া পানি আনিল জৈগুণে * সোনাভান আসিয়া ধোওয়াইল হাত ॥ ধরিল হানুফা বিবী সম্মুখেতে ভাত * হানিফার নিকটে যখন আইল সাদওয়ান সাদওয়ান আরজ করে যেথা সোবহান * করিম রহিম আল্লা সবাকার হদ ॥ আজি বুঝি তোমার হুকুম হৈল রদ * সাক্ষাতে আইনু আমি হানিফার কাছে ॥ বাকি মাত্র মুখে নিতে হানিফার আছে * আল্লা বলে সাদওয়ান না করিও আন ॥ আমার দরবারে আইস উড়িয়া নিদান ইলাহীর হুকুম যদি হইল এজাজত ॥ ফুল হৈয়া উড়ে গেল বাসুনের ভাত দেখিয়া হানুফা বিবী শিরে মারে হাত ॥ কাছাড় খাইয়া কান্দে মুখে নাহি বাত * হানিফা দেখিয়া এয়ছা তাজ্জব হইল ॥ বাসুনের ভাত শাহি কি দশা ঘটিল * পক্ষ বিবী হানিফার কান্দে জারেজার ॥ সবে বসে থাকে রূপ দেখে এ প্রকার * হানিফা কহেন তবে আপনা মায়েরে ॥ নাজানি কি দোষ হইল আল্লার দরবারে * বিবী হানু কান্দিয়া২ কহে বাত ॥ দেখিয়া নারীর রূপ না খাইলে ভাত * এ কারণে সাদওয়াম বেজার তোমারে ॥ নালিশ করিয়া বাম হৈল তেরা পরে * আহা বাছা প্রাণধন চোখের পুতুলি ॥ পরাণ ফাটিয়া যায় কান্দে ইহা বলি * কিরূপে তোমার জান বাঁচিবে ইহাতে ॥ কি রূপে বাঁচিব আমি পাপী দুনিয়াতে * এতেক শুনিয়া মর্দ্দ মায়ের আগে কয় ॥ আমার নসীবে ঃদুখ দিলেন খোদায় * আমার সাথে তেরা আর না হইবে দেখা ॥ কি করিবে তুমি মোর নসীবের লেখা * আল্লা২ বল ভাই আল্লা সে আমীন ॥ কুল আলম যাবে বেহেশতে নবী তার জামিন * দুনিয়া করিল পয়দা মায়া করি আপে ॥ নানা রূপ নানা খেলা খেলে নানা রূপে * দেখে এক নানা রূপে তরে ॥

আখেরে তরিবে ভাই ভাব নিরঞ্জন * ফাতেমা জোহরা বিবী কামাইল ধন॥ আছিল করিতে তারি রজনী জাগরণ * কহেন এবাত তবে ধরিয়া চরণ॥ দুনিয়া অসার ভাই আখেরে মরণ * হানিফা বলেন আজি দানা নাহি খাব॥ আল্লার নামেতে তবে ফকির হইব * তছবি মর্দ্দ লিল হাতে তাজ দিল শিরে॥ ফকির হইল মর্দ্দ আল্লার রাহা পরে * মাল মুল্লুক ছাড়িয়া যে হইল ফকির॥ পঞ্চ বিবী কান্দিয়া যে হইল অস্থির * পহেলা কান্দিয়া আইল মল্লিকা আকারী॥ ছাড়িলে আমারে করে কড়ার ভিখারী * তার পরে কেন্দে আইল বিবী সোনাভান॥ বড় সাধে এসেছিলাম নবীজির স্থান * কালেমা পড়িয়া নবীর জুটা খানা খাইনু বেহেশত যাবারী এসে কুল মজাইনু * জাতিকুল শরম ত্যাজিনু একেবারে আজি রাতে যাইব আমি মা বাপের ঘরে * তার পরে জৈগুণ সোমর্ত্তভান বিবী॥ পবন কুমারী আদি কান্দিলেন সবি * বিবী হানুফা কান্দিয়া হৈল জারেজার॥ তুমি গেলে বাছা গতি কি হবে আমার * এই রূপে সবে মিলে করেন কান্দন॥ বিবী হানু হানিফারে কহেন তখন * ইহার লাগিয়া বাছা ধরিলাম উদরে॥ এ সময় ছাড়িয়া তুমি যাইবে আমারে জনম ভর না মিটিবে মোর এই দুঃখ॥ মা বলিয়া কোলেতে না দেখি চাঁদ মুখ * কি কহিব বাছা মোর ফেটে যায় বুক॥ জনম দুঃখিনী হইনু না হইল সুখ * হানিফা বলেন মোরে দানা হইল বাম॥ এবাতেরে যাই আমি লয়ে আল্লার নাম * জেন্দেগী ভরসা মোর কিবা আছে আর॥ না কান্দিও মাতা তুমি ফিরে যাও ঘর * এতেক বলিয়া শাহা হইল বিদায়॥ কারো পানে হানিফা ফিরে নাহি চায় * এই রূপে আটরোজ রাহা পরে যায়॥ আকুল হইল মর্দ্দ ভুকের জ্বালায় * সাদওয়ান বিহনে যে আছিল হয়রান॥ বসিলেন গাছতলে পাতিয়া আসন * হানিফা বলেন আমি করি কিবা কাম॥ এখানে বসিয়া লই ইলাহীর নাম * এই যে গাছের জড় পানির তুফানে॥ আলগা হইয়াছে থাকি ইহার কারণে এই গাছ শিরে মেরা পড়িবে ভাঙ্গিয়া॥ তার পরে জান মেরা যাবে মেকালিয়া * আরনা সহিতে পারি সাদওয়ানের জ্বালা॥ এই ভাবে মৃত্যু হইলে হইত যে ভালা * মউত কবুল করিতাম হেথাকারে॥ জিবরীল কান্দিয়া কহে আল্লার দরবারে * জিবরীল কহেন শুন ওহে মালেক সাঁই॥ হানিফার তরে কিবা করিলে সাজাই * গাছ তলে বসিয়াছে হইয়া কাতর॥ বাঁচিবে কেমনে মর্দ্দ সাদওয়ান বেগর * আল্লা বলে জিবরীল বলি হে তোমারে॥ সাদওয়ান ফরিয়াদ করে আমার হুজুরে *

হানিফা দেখিল বিবী রাখিয়া যে তায়॥ এখাতেরে সাদওয়ান তবে হৈল বাম * জিবরীল বলেন আল্লা সব তেরা কাম। কোন মতে হানিফারে ভেজে দেহ তায় * আল্লা বলে জিবরীল শুন দেল দিয়া॥ ঘোড়াখেতুর পাখী আছে কান বোলাইয়া * হানিফার দোসর হউক যাইয়া নিকটে॥ পাইবে খাইতে খানা গেলে বারকোটে * জিবরীল শুনিয়া গেল ঘোড়াখেতুর যেথা॥ করিল তলব তুঝে ইলাহীর সেথা * ঘোড়াখেতুর বলে ডাকিলেন সাঁই॥ দেরী করা শায় নাই এই বেলা যাই * এতেক বলিয়া তবে চলে দুইজন॥ আল্লার দরবারে আসি পৌছিল তখন * ঘোড়াখেতুর জোড় হাতে বহে নিরঞ্জন॥ আমাকে তলব হৈল কিসের কারণ * বনেতে বসতি দিলে মোরা পক্ষীগণ॥ মেরা পর এত্তা মেহের কিসের কারণ * আল্লা বলে এ কারণে ডাকিয়াছি তোমায়॥ হানিফার নিকটে তুঝে যাইতে যে হয় * এক ডালি আছে কাল এক গাছ তলে মরিতে বসিছে মর্দ্দ অতি বদ হালে * এখাতেরে তলব করেছি তুঝে আমি॥ হানিফারে বারকোটে লিয়া যাও তুমি * এতেক শুনিয়া পাখী হইল বিদায়॥ উড়িয়া আইল পাখী হানিফা যেথায় * ঘোড়াখেতুর বলে হানিফা শুন দিয়া মন। গাছ তলে বসিয়াছ কিসের কারণ * হানিফা বলেন মোরে বাম হৈল সাঁই॥ মুলুক ত্যাজিনু আর তখতের বাদশাই * দেখিয়া নারী রূপ সাদওয়ান রাখিয়া॥ এখাতেরে সাদওয়ান নাশিল করিয়া * আমাকে হইল বাম হুকুম আল্লার॥ একারণে গাছ তলে আছি মরিবার * জেন্দেগীর আশা নাই কেনে দুঃখ পাব॥ আজি কালি গাছ পৈলে চাপানে মরিব * ঘোড়াখেতুর বলে শুন হানিফা দেওয়ান॥ জানিয়াছি তুমি হও নবীর খান্দান * পাহাড় পড়িলে তোমার না হেলে শরীর॥ মরিবে গাছের চাপায় এ কোন ফিকির * তাহা দিয়া কাম নাই চল মেরা সাথে॥ বারকোট গেলে তুমি পাইবে খাইতে * নানা যার নূর-নবী বাপ আলী শাহা॥ ফাতেমা জননী যার তার দশা ইহা * ভাই যার ইমাম দোন সখা জিবরীল॥ কতক্ষণ থাকে তার এমন মুস্কিল * হানিফা বলেন সেই কোন বারকোটে॥ লইয়া যাইতে চাহ মোরে কই বটে সুর্জ্জউজ্জাল বিবী যেই বারকোটে থাকে॥ সেথায় লইয়া যাবে কহনা আমাকে * ঘোড়াখেতুর বলে বিবী থাকে যেই খানে॥ বারকোট নাম পাব অনেক সন্ধানে * হানিফা বলেন সেথা গিয়াছিলে তুমি॥ সত্য বল এতে তেরা সাথে যাব আমি * ঘোড়াখেতুর বলে আমি কতবার যাই॥ ছাপা নাই মোর তরে যেথা সেথা টাই * হানিফা বলেন সেই বিবীর খাতের

দেখিছ কি শুনিয়াছ কহনা আহের * ঘোড়াখেতুর বলে তার সুরতের জ্যোতে॥ আলো হয় ঘর যেন আন্ধিরিয়া রাতে * এয়ছাই সুরত তারে দিল বারিতালা॥ হুরপরী জিনিয়া রূপ তাহার উজ্জালা * এতেক শুনিয়া মর্দ্দ খুশী হইল মনে॥ বারকোটে রওয়ানা হইল দুই জনে * আগে২ ঘোড়াখেতুর চলিল উড়িয়া * হানিফা বলেন মোরে না যাও ছাড়িয়া * সাদওয়ান বেগঃ আমি হয়েছি লাচারি ॥ সাথে করে লেহ মোরে চলিতে না পারি * ঘোড়াখেতুর বলে শুন কহি যে তোমারে॥ আল্লা যার সখা তার কি করিবে জোরে * চিন্তা না করিবে শাহা ছাপাও সাদওয়ান॥ খোরাক পোষাক বান্দি আল্লা নবীর নাম * আমিত জঙ্গলের পাখী জঙ্গলেতে বাসা॥ খোরাক আল্লার নাম দেলেতে ভরসা * কি করিবে খাওয়া পেওয়া কি করিবে তাম॥ কতকাল যাবে লিয়া ইলাহীর নাম * শুনিয়া হানিফা বলে পক্ষীর খাতির॥ তোমারে না পাখী বলে গুলি ইলাহীর * তুমিত বেগানা বটে আমার পরাণ॥ তোমারে যে দেখি দুই ভাইয়ের সমান * ঘোড়াখেতুর বলে শুন কহি যে তোমারে এক রোজ গিয়াছিলাম মক্কার শহরে * চারি ইয়ার লিয়া নবী খাইয়া যে খানা॥ বাহিরে ফেলিতে তুল্লি পড়িল এক দানা * সেই ঝুটা দানা আমি খাইনু চুনিয়া॥ রোশন হইল দেল আমার লাগিয়া * জমিন আসমান আর আল্লার সিংহাসন॥ সেই ঘড়ি তামাম পাইনু দরশন॥ দেখিনু বরকত মাই ইমাম দুই ভাই॥ কোরআন পড়েন নবী বলে সেই ঠাঁই * দেখিনু হজরত আলী শুনহ খবর॥ আল্লার আরশে এক দেখিনু খবর * বানাইয়া রাখিয়াছে দোস্তের কারণ॥ কহ দেখি ঐ গোরে যাবে কোন জন * দক্ষিণ শিরানা গোর কহ কার হবে॥ হানিফা বলেন বাত আল্লা জানে তবে * তুমি যদি জান ভেদ কহ মোর তরে॥ কাহার হইবে মাটী কবে সেই গোরে * হানিফা কহেন পক্ষী বৈস গাছের ডালে॥ নামাজ পড়িয়া লই দরখতের তলে * গোনাগার হইনু আমি নবীর আওলাদ॥ ইলাহীর আগে কিছু করিব ফরিয়াদ * শুনিয়া সে ঘোড়াখেতুর বসে এক ডালে॥ হানিফা নামাজ পড়ে একিদায় দেলে * নামাজ আখেরে শাহা হাত উঠাইয়া॥ মোনাজাত করে চোখে আসু বাহাইয়া ইলাহী আলমীন আল্লা গোনা কর মাফ॥ আর না সহিতে পারি সাদওয়ানের তাপ * ... আল্লাতালা আমার তকদির॥ থোড়া দানা বখশে দেও আমারে খাতির * আল্লা বলে জিবরাইল কহি যে তোমারে॥ বড়ই কাতরে মর্দ্দ ডাকিছে আমারে * বেগর দানায় মর্দ্দ বড় পেরেশান

সাদওয়ান খেতে চাহে তাহার পরাণ * নেয়ামত পুরে আজি পাকিছে মেহমানী। হানিফায় তথায় লয়ে যাওনা আপনি * সেখান হইতে খানা হানিফায় খেলাও॥ তার পরে বারকোটে পাঠাইয়া দাও * হুকুম করিল যদি করিম কাদির॥ জিবরীল চলিল রাহে হইয়া ফকির * বগলেতে আশাবারি খড়ম দুপায়॥ হানিফার আগে গিয়া সালাম জানায় * জিবরীল বলেন ভাই শুন দিয়া মন * গাছ তলে বসিয়াছ কিসের কারণ হানিফা বলেন আল্লা লিখিয়াছে ভালে॥ একারণে বসিয়াছি দরখতের তলে * জিবরীল কহেন ফের শুন দেল দিয়া॥ ফকির হইয়া চাহি ফিরিতে দুনিয়া * হানিফা বলেন ভাই বলি যে তোমারে॥ কারে বলে দুনিয়া ফকির বলে কারে * জিবরীল বলেন হানিফা শুন মোর বাত তেরা হাতে দেখি আমি তছবি তেলাওত * শিরেতে বেন্ধেছ পাগ করিছ জিকির॥ এ কারণে তোমাকে যে বলেছি ফকির * নুতন ফকির আমি কহি তেরা ঠাঁই॥ তুমি আমি একই ফকির কেমন ভাই * মেরা সাথে সেতাবী চলিয়া আইস তুমি॥ নেয়ামত মুল্লুকে আজি খাইব মেহমানী * জিবরীলের বাতে তার ঠাণ্ডা হৈল জান॥ মনে২ বলে আজি খাব সাদওয়ান * ঘোড়া খেতুর রহিলেক বসি গাছের ডালে॥ হানিফা জিবরীল দোন মেহমানীতে চলে * খোশালিতে দুইজনে করিল গমন নেয়ামত পুরেতে গিয়া পৌছিল যখন * আল্লা নবী বলে দোন ধরিল জিকির॥ লোকে বলে আসিলেক আল্লার ফকির * তবে সেই ফকিরে লাগিল কহিতে॥ দিনেতে কোথায় ছিলে আইলে এত রাতে * জিবরীল বলেন আমি আছিনু মাদারে। সকলি তোহার কাম এত রাতে আনে সে কথায় কাম নাই মিছাই বাহানা॥ বসিতে আনিয়া দিল থোড়াই বিছানা * লোকজন বলে শুন ফকির গিয়া সাই॥ সকল বিছানা বন্ধ আর কিছু নাই * খাড়া হৈয়া দেখে হানিফা করিয়া নজর॥ মঙ্গল মাদারের ফকির আছে বহুতর * কার শিরে দেখ তাজ কার শির কাল কেহবা আগুন কুণ্ড করিয়া যে লাল * কোমরে কুড়ালী কার হাতে আছে লোটা॥ দেখিয়া রহিল তয় শাহা আলীর বেটা * বদন উপরে কেহ আনিয়াছে মোট। একে২ হনের কেহ নামায়েছে মোট * হানিফা নবীর নাতি কেহ নাহি চিনে॥ এবাদতের থোড়াই বিছানা তার আনে জিবরীল কহেন বাত হানিফার তরে। চল গিয়া বসি মোরা বিছানা উপরে * হানিফা বলেন আমি না বসিব হেথা। পাছে কোন ফকিরেরা কহে কোন কথা * যদি কোন সওয়াল পুছেন ভারি বাত॥

কি বলে জওয়াব দিব ফকিরের সাং * ফকিরী মসলা আমি কিছুই না জানি ॥ জওয়াব না দিলে পাছে দিবে যে গরদানী * জিবরীল বলেন যে খোশালে বৈস তুমি ॥ বাড়ীতে কেতাব আছে আনি গিয়া আমি * বেটা পুত্র মরে মেরা সাদওয়ান বিনে ॥ এখাতেরে নেকালিয়া আইনু বেহানে একথা বলিয়া যে জিবরীল গেল ঘরে ॥ পৌছিল যাইয়া ফের আল্লার দরবারে * জিবরীল আল্লার আগে কহে হাত জুড়ি ॥ হানিফে রাখিয়া আমি মেহমানের বাড়ী * আমানত নামে খোজা মজলিসে প্রধান ॥ ডাকিয়া লইল তবে যত খাদিমান * কহিল মজলিসে আনি খেলাও যে ভাত ॥ খাইতে নারিবে কেহ হৈলে ভারি রাত * শুনিয়া খাদিম লোক পুরিয়া বাসন ॥ মজলিসের বিচে খানা আনি ততক্ষণ * হাত ধোওয়াইয়া খানা সবার সামনে ॥ দিতে আরম্ভ করে যত খাদেমানে * হানিফা খাদেমের তরে কহে এইবাত ॥ ছয় মাস হইল আমি নাহি খাই ভাত * সাদওয়ান বেগর আমি বড় দুঃখ পাই ॥ তোমার দৌলতে যেন পেট ভরে খাই * আজি পেট ভরে তুমি খেলাইবে ভাত ॥ ভাল মন্দ সব কিছু আছে তেরা হাত * হানিফা খোদার পরে না রাখিলেন বার ॥ আরশে বেজার হৈল পরওয়ারদেগার * আল্লা বলে জিবরীল শুন সমাচার ॥ খাদিম আমার বড় হৈল হানিফ'র * আমার উপরে কিছু না রাখিল বার ॥ খাওনের মালিক তার হইল খাদিমগার * তবে আমি বুঝে লিব ফের এই বাত ॥ হানিফারে খাদিমগার খাওয়ায় কেমছা ভাত * খাদিম হইয়া গোস্বা কহে হানিফারে ॥ পাইবেন খানা তব পেটে যত ধরে * খাদিমগার যত সবে ভাবে বসে২ ॥ খাদিমেরা বলে যেমছা পুনি দিব কিসে * বলে সবে কত দিন মজলিসেতে খাই ॥ এমন আবজ মোরা কভু শুনি নাই * দৌড়াদৌড়ি করে সবে ডেগ দেখে খুলি ॥ সেই খানে নাই খানা হাঁড়ি আছে খালি * কেহ বলে খাইবার না পাইলাম তাম ॥ রাত্রে যে আইল ফকির তার এই কাম * কোনরূপে ভুত চালান সেই বেটা জানে ॥ রাখিয়াছে ভুত সব জন্য কোন খানে * গোওয়াল হইতে আনে সব লাঙ্গুলের দড়া ॥ বান্ধিয়া ফকির রাখে সামনেতে খাড়া * মঙ্গল ফকির যত শিরে বয়ে জটা ॥ মার মার বলে সবে হাতে লিয়া সোটা * তামাম ফকির গিয়া হানিফারে ঘেরে ॥ ভয় যে পাইয়া শাহা লাগে কহিবারে * হানিফা কহেন আল্লা না দিলে খানা পানি ॥ ভাল মন্দ ভুত চালান আমি নাহি জানি *

মারে২ বলি আইল ফকিরের জাতে ॥ কেন মারো কহিয়াছি তোমার সাক্ষাতে * কান্দিয়া হানিফা যে বলেন কোথা নবী ॥ কোথা রৈল হেনকালে ফাতেমা যে বিবী * কোথা রৈল হেনকালে আলী শের শাহায় ॥ ইমাম হোসাইন ভাই রহিলে কোথায় * তোমা সবাকার সাথে না হইল দেখা ॥ খোরাক বেগর মরি এই ছিল লেখা * আহা মাতা বিবী হানু না লইলা কোলে ॥ বিদেশেতে পড়ি মারা কপালের ফলে কেহ বলে নাহি, কেহ বলে মারি২ ॥ কেহ বলে রহ দেখি আগে পুছ করি * কি জানি ফকির বেটা কহে কেয়ছা বাত ॥ বরকতের বেটা বুঝি রাসুলের জাত * পুছিতে লাগিল তারা কাছে হানিফার ॥ নবীর খান্দানের নাম লেহ কি প্রকার * কেয়ছা নানা হয় তেরা দীন পয়গাম্বর বরকত কেমন মাতা কহ সমাচার * কোন বিবীর পেটে হৈলা আলী কেয়ছা বাপ ॥ পরিচয় পাইতে তেরা গোনা করি মাফ * হানিফা বলেন তবে শুন পরিচয় ॥ জানিবে আমার ঘর শহর মক্কায় * হজরত আলীর বেটা হানিফা মেরা নাম ॥ বরকত জননী মেরা দুই ভাই ইমাম বিবী হানু আমায় উদরে দিছে ঠাঁই ॥ হাসান হোসাইন মেরা সতালিয়া ভাই * সৎমা বরকত বিবী শুন সমাচার ॥ এইমত নানা মেরা দীন পয়গাম্বর * হানিফা বলেন যদি এই পরিচয় ॥ আসিয়া ধরিল তারা হানিফার পায় * না চিনিয়া তোমায় চাহিনু মারিবারে ॥ মাফ কর এই গোনা আমা সবাকারে * নবীর কালেমা মোরা করেছি একিন ॥ তুমি আমা সবাকারে করহ তালকিন * আর এক বাত পুছি শুনেন হজরত নবীর খান্দান তুমি হইবে আলবত * কেন হইলা এয়ছা কাঙ্গালী ফকির ॥ সামনের খানা যায় কিসের খাতির * হানিফা কহেন কহি তোমা সবা কাছে ॥ আমার সমান গোনাগার কেবা আছে * দেখিলাম নারী রূপ সামনে রাখি ভাত ॥ এখাতিরে বাম হৈল আপে পাক জাত সে কথায় কাম নাই শুন সবে কই ॥ বিদায় করহ মোরে বারকোটে যাই * একিন রেখেছ যদি হইতে মুরিদ ॥ সরবত পেয়ালা তবে আনহ তাকিদ * তবে যত মজলিসেতে ছোট বড় ছিল ॥ সরবত আনিয়া তবে কালেমা পড়িল * তারা বলে শুন শাহা দের ধর আপনি ॥ সাদশুয়ান তোমার তরে পাকাইয়া আনি * এই কথা কয়ে গেল যার২ বাড়ী ॥ দুধ ও গুড় চাউল আর নয়া হাঁড়ি * আনিয়া হানিফার তরে ফিরনী পাকায় ॥ [illegible] পরে বসে দেখেন খোদায় * ইলাহী বলেন যে আগুন শুন তুমি ॥ হানিফার ফিরনী [illegible] হুকুম দিলাম আমি *

আতশ হুকুম পাইয়া ইলাহীর কাছে ॥ হাঁড়ীর তামাম চিজ শুখাইয়া দিছে * পাকানি খুলিয়া দেখে হাঁড়ীর সরপোস ॥ খালি হাঁড়ী দেখি বড় করেন আফসোস * এই রূপে ঘরে২ দেখে সর্ব্বজন ॥ হানিফার কাছে আইল করিয়া ক্রন্দন * কহিল আসিয়া সবে হানিফার পায় ॥ তোমার কেসমতে বাম হয়েছে খোদায় * হাঁড়ীতে রান্ধিতে শির গেল শুখাইয়া এক দানা সে হাঁড়ীতে নাপাই চাহিয়া * হানিফা বলেন তবু শোকর দরগায় ॥ বারকোটে যাব দোয়া করনা সবায় * সবে বলে আপনি যে বারকোটে যাবে ॥ ফিরিবার কালে এই রাহেতে আসিবে * নজর আদি দিব মোরা সাথে লিয়া যাবে ॥ আপনার দেশে গিয়া কতকাল থাবে হানিফা বলেন যেন নসীবে রহিবে ॥ আর দেশে যাব কি আসিতে দেখা হবে * সে আশার ভরসা নাই বাঁচি কিবা মরি ॥ আল্লা যদি আনে যাব খোলাকাত করি * এতেক কহিয়া শাহা গমন করিল ॥ দরখ্তের তলে গিয়া উপনীত হৈল * ঘোড়াখেতুর বলে শাহা কহ দেখি শুনি ॥ কালি গিয়াছিলে তুমি খাইতে মেহমানী * ফকিরের সাথে কোন গ্রামে গিয়া ছিলে ॥ কহ দেখি জেয়াফত কেমন খাইলে * হানিফা বলেন শাহা কি কহিব আর । তামাম মজলিস ফাকা গিয়াছে তাহার * আমার কারণে কৈল সবে উপবাস । বুঝিলাম ইলাহী মোরে করিল নৈরাশ * তাহার কলম এই কেবা মিটাইবে ॥ যা আছে কপালে তাহা কেবা খণ্ডাইবে শুনিয়া খেতুর পাখী চোখে ছাড়ে পানি ॥ যত দুঃখ পাইলে বাছা আমি তাহা জানি * মারিতে চাহিল যবে ফকির সকলে ॥ বসিয়া দেখিনু আমি দরখ্তের ডালে * পরিচয় দিলে বলে রাসুলের নাতি ॥ দেখিয়া তোমার দুঃখ ফাটে মেরা ছাতি * রাসুলের কসম তুঝে আল্লার দোহাই তোমাকে ছাড়িয়া আমি দানা নাহি খাই * ইলাহী খাইতে দেয় খাব দুইজনে ॥ হানিফার দুঃখ জারি রচিল নয়নে *

পয়ার * তোমায় এনেছি সাথে হুকুম রাখিয়া ॥ প্রাণ কান্দে ছেড়ে যাইতে তোমার লাগিয়া * যে হয় হউক যাহা কপালের লিখন ॥ চল এবে বারকোটে যাই দুইজন * হানিফা বলেন মেরা চক্ষু হৈল ঘোর ॥ চলিতে না পারি আর রাহার উপর * ঘোড়াখেতুর বলে মর্দ্দ এসেছি নিকটে ॥ থোড়া দূর গেলে আর পৌছি বারকোটে * হানিফা শুনি যদি সেতাবী পৌছিব ॥ হিম্মত হইল দেলে বলে চল যাব * এতেক কহিয়া তবে দুই জনে উঠে ॥ দিন দুই চার বাদে গেল বারকোটে * নামাজের ঘর বিবীর ছিল যেই খানে ॥ ঘোড়াখেতুর হানিফা পৌছিল সেই খানে

ভেবে করতার দোন সেথায় রহিল ॥ রাত গোজারিয়া গেল ফজর হইল
ঘোড়াখেত্তুব বলে শাহা হেথা থাক তুমি ॥ থোড়া দূর হৈয়া গিয়া বসি
থাকি আমি ✻ হাসিয়া বলেন ভাই বলিতে যে নারি ॥ তুমি বুঝি ছেড়ে
যাও মোরে ফাঁকি করি ✻ ঘোড়াখেত্তুর বলে শাহা এয়ছা কভু হয় ॥
কে ছাড়ে তোমায় এমন দুঃখের সময় ✻ এমন সময় যদি ছেড়ে আমি
যাব ॥ খোদার গজবে তবে দোজখে পুরিব ✻ হানিফা বলেন তুমি দিলে
যে কারার ॥ আমাকে ছাড়হ যদি দোহাই আল্লার ✻ ঘোড়াখেত্তুর বলে
তুঝে ছেড়ে যাই যদি ॥ আকবতে হয় যেন দোজখে বসতী ✻ চিন্তা না
কবিবে মেরা দেল তেবা কাছে ॥ তফাতে থাকিয়া শুন বিবী কিবা পুছে
বড় খবরাদর বিবী বড় খাস তন ॥ সওয়ালেতে পুরা বিবী শুনহ কারণ
সুরতের ধনী বিবী আফতাব সমান।দেখ যদি মুর্চ্ছা যাও হইয়া দেওয়ান
বেহুশ হইবে তার সুরত দেখিলে। দেখিলে যে কেমন করিবে সেই
কালে ✻ হানিফা বলেন মেরা সাদওয়ান বেগর ॥ বল শক্তি নাই কিছু
চক্ষু আছে ঘোর ✻ ইহার ফিকির তুমি যত মোরে কহ ॥ আমাকে
করিয়া স্থির তুমি দূরে যাহ ✻ পক্ষী বলে শুন তবে তোমাকে সমঝাই
মেরা এক পর তবে তুঝে দিয়া যাই ✻ এই পর সাথে তেরা থাকিলে
হামেসা ॥ কিছু না হইবে দুঃখ ইলাহী ভরসা ✻ রূপগুণ যত আছে বিবীর
শরীরে ॥ পরের সববে বাঁচাও হইবে তোমারে ✻ খোদার কুদরত এই
জানিবে একিন ॥ ইহাতে আতঙ্ক না হইবে কোনদিন ✻ বিবী যবে আসি
তুঝে পুছিবে হকিকত ॥ দুই চার বাত সত্য কবে আলবত্ত ✻ ইহা বলি
পর পক্ষী দিল তার হাতে ॥ তার পরে গেল পক্ষী থোড়াই তফাতে ✻
এইরূপে রহে দোন যুক্তি করে সার ॥ সেথায় আসিবে বিবী নামাজ
পড়িবার ✻ কোরআন হাতে লয়ে যায় করিয়া নজর ॥ দেখে এক মর্দ্দ
আছে মসজিদ ভিতর ✻ খোশালিত দেলে বিবী কাছে হৈয়া যায় ॥
রাসুলের কায়া হেন দেখে হানিফায় ✻ বিবী বলে বন্দেগী যে করেছি
খোদার ॥ আজি বুঝি হাসেল হৈল কামাই তাহার ✻ দক্ষিদিকে আসিয়া
বিবী নজরে তাকায় ॥ দেখিল দুছরা মর্দ্দ এত নবী নয় ✻ তবেত উহার
তরে কিছু না বলিল। ওয়াক্ত যায় বলে নামাজ পড়িতে গেল ✻
নামাজ পড়িতে সেজদা দিল যদি বিবী ॥ শুন সবে কহি তার
নামাজের খুবি ✻ আল্লার আলমে যত জীব জন্তু ছিল ॥ বিবীর নামাজে
সবে জীবন ত্যাজিল ✻ অনেক জীব জন্তু মরিলেক ঠায় ॥ ধর ছেড়ে
মুরদা যেন গড়াগড়ি যায় ✻ সেজদা হইতে বিবী শির উঠাইতে ॥

যার যেই ধব সেই ছুটে আইসে তাতে * কতবা কহিব বিবীর নামাজের খুবি॥ বন্দেগীতে খুশী যার আছে আল্লা নবী * নামাজ পড়িয়া বিবী ফিরিয়া দাঁড়ায় ॥ হানিফারে পুছে তোমার মোকাম কোথায় * কি নাম তোমার বটে যাবে কোথাকারে ॥ কি খাতেরে আইল মেরা মসজিদ ভিতরে * হানিফা বলেন শুন কুফর খান্দান॥ তোকে পরিচয় দিব না হয় গেয়ান বিবী বলে কিরূপে কুফর বল মোরে ॥ হানিফা বলেন সালাম আলেক নাহি করে * মোমিন দেখিয়া নাহি করিল সালাম॥ যে কিছু পড়িলে সব কুফরী কালাম * আলেম মনে বলে বিবী এই মনে করে ॥ জানিলে দিতুম আমি সালাম আলেক করে * হানিফা বলেন মেরা বাপ শের আলী॥ রাসুলের নাতি আমি শুন তোরে বলি * মোহাম্মদ হানিফা বটে হয় মেরা নাম॥ বয়কত আমার মাতা মক্কায় মোকাম * বিবী বলে এই দেশে আইলে কি কারণে॥ বারকোট তুমি বটে চিনিলে কেমনে হানিফা কহিল বিবী বলি তেরা ঠাঁই॥ সুর্জ্জউজ্জাল বিবীকে যে দেখিবারে চাই * রূপ গুণ তার যত শুনিয়াছি কানে॥ সত্য মিছে দেখিতে যে আইনু এখানে * বিবী বলে তাহার তালাশ কর কেনে॥ তুমি থাক মক্কায় সে থাকে এখানে * হানিফা বলেন বিবী অকুমারী আছে॥ এখাতিরে আসিয়াছি আমি তার কাছে * বিবী বলে পরিচয় দিলে যাহা তুমি॥ সাচ্চা মিছা এবাত বুঝিতে চাই আমি * নবীর খান্দান কয়ে দিলে পরিচয়॥ এক বাত কহি আমি কহনা আমায় * নবী নানা বাপ আলী ফাতেমা জননী॥ কার জন্ম কোথাকারে হৈল কহ শুনি * বিশ্বরূপে শূন্যকারে যবে পরওয়ার * আছিল তখন কোথা দীন পয়গাম্বর॥ ঘোড়াখেতুর এসে বলে শুন হানিফাজী॥ বিবীর সওয়ালের জওয়াব দিলে কি * হানিফা কহেন মোর নাহি স্বরে বাণী॥ যে বাত পুছিল তার কিছু নাহি জানি * পক্ষী বলে হানিফা যে কহ হেন বাত॥ আলীর আগে কত লোক পায় তরবিয়াত * তার বেটা হও তুমি কিছু নাহি জান॥ বেহানে জওয়াব দিবে তবে কৈলে কেন * বিবী বড় খাছতন শুন দেল দিয়া আওয়াজে আগুন জ্বলে তার মুখ দিয়া * তার সাথে করার করিবে যে জওয়াব ॥ সওয়াল প্রভাতে তারে করিবে সেতাব * ভোর হৈলে কি জওয়াব কহিবে তাহারে॥ মুরশিদ তোমার কেবা কহনা আমারে * হানিফা বলেন আমি না হইনু মুরিদ॥ পাখী বলে তবে তোমার হৈল বিপরিত যদি না কহিতে পার মুরশিদের নাম॥ হাঁকিয়া দিবেন বলে কুফর কালাম কাল যদি আসিয়া মুরশিদ কহলায় ॥ কার নাম লিয়া তুমি দিবে পরিচয়

শয়তান বলিয়া দিবে তখন হাঁকিয়া ॥ কিবা ভস্ম করে দেয় আওয়াজ করিয়া * হানিফা বলেন সত্য হয় আমি দড় ॥ দুনিয়ায় ঘোষণা এই দুঃখ হৈল বড় * বড় দায় এ সময় আওরতের সওয়ালে ॥ মারা যাব না দিব জওয়াব এককালে * পাখী বলে বড়২ বিবীকে মক্কায় ॥ আনিয়াছে যেই জোর না খাটে হেথায় * হানিফাকে কাতর অতি দেখে পক্ষীজাত ॥ কহিতে লাগিল হানিফারে এই বাত * শুনহে হানিফা তবে না ভাব অন্তরে ॥ একবার যাই আমি আল্লার হুজুরে * হুকুম করিয়া সাঁই ভেজেন মুরশিদ ॥ তবে লিয়া- সেথা আমি পৌঁছিব তাকিদ * সকল সওয়াল মুরশিদ বাতাবে তোমারে ॥ তবেত কিনারা দেখি পার তরিবারে * হানিফা বলেন তুমি যাও দরবারে ॥ আমারে রাখিয়া যাও যমের দুয়ারে ঘোড়াখেতুর বলে বিবীর আওয়াজের ডর ॥ কিছু না করিবে তেরা সাথে মেরা পর * বিবীর আওয়াজে বটে শুখায় দরিয়া ॥ পরের সবরে যাবে আলবত্তা ফিরিয়া * সামনে ধরিবে পর হউক যে মুস্কিল ॥ কিছু না রহিবে সেই আজিম মুস্কিল * বাপ তেরা নেক গুন মাতা আছে সতী ॥ পানি বিচে চড়িবে যেন লাল আর মতি * হানিফা বলেন তবে যাও মোরে কৈয়া তাকিদ আসিবে কহ শিরে হাত দিয়া * ঘোড়াখেতুর কসম করিয়া তার সাথে ॥ উড়িয়া চলিল সেই আল্লার দরগাতে * আল্লা বলেন জিবরীল শুন দেল দিয়া ॥ ঘোড়াখেতুর আইল আন আগু বাড়াইয়া * দেলে ভাবে জিবরীল কহেন দরবারে ॥ আগে বাড়াইতে কও বনের পাখীরে ইলাহী বলেন তুমি না কহ এমন ॥ বন পশু বটে কিন্তু বড় খাস গুন কোথা ছিল গগণে চাঁদ সুর্য্য বসতি ॥ কোথা লক্ষ ছিল তারা কোথা ছিল স্থিতি * শুনহ হানিফা শাহা এইবাত বলি ॥ দু-চোখে সৃজিল জেরা নিয়া কোন কালি * কোন কালিতে কালা পাগ তবে বান্ধে শিরে ॥ কোন কালি আছে তেরা ধরের মাঝারে * কোন কালি হৈতে পয়দা হৈল নবীজি ॥ কোন আসনে গর্ত্ত হেকে নাম লিল কি * তুমি মোরে গালি দিলে বলিয়া কুক্কর ॥ এই সকল বাতে মেরা দেহনা উত্তর * পুরুষের শ্বিতু কোথা হয় বিকশিত ॥ সে কথা বিচার করে কহত পণ্ডিত * ভব নদীর সিন্ধু কেমনে হবে পার ॥ কয় চিহ্ন চাঁদ পয়দা হইয়াছে তোমার কোথা হস্ত পদ কোথা হৈতে হৈল নারী ॥ মায়ের পেটেতে ছিল কোন জোগ শিয়রী * মায়ের পেটে কোন আসনে ছিলে সাহেব জি ॥ বাহির হইয়া আগে দেখে ছিলে কি * আব আতশ খাক বাদ চারি চিহ্ন তন ॥ কায়াত মউত কোথা কহ বিবরণ * আঠার চিহ্নের কথা কৈয়া দেহ মোরে

অমাবশ্যা লাগিলে চন্দ্র থাকে কোথাকারে * লাঠি হাতে ইযরাইল সাথে যেরা ফেরে ॥ তার কিছু ভেদ কহ তবে লবে মোরে * ঘরে রহি মরে যদি আমার এগানা ॥ নিজ ঘরে বৈসে কোথা পাইবে ঠেকানা * শুনিয়া হানিফা শাহা তাজ্জব হইল ॥ এয়ছা হকিকত রাঁড় হইয়া পাইল আমিত না কইনু আল্লা এয়ছা খবরদার ॥ ইহার জওয়াব দিতে তাকত কাহার * দেলেতে ভাবিয়া মর্দ্দ বিবীর আগে কয় ॥ আগামী কহিব আজ দিন ভাল নয় * আজি তুমি চলে যাও আপনার ঘরে ॥ বেহানে জওয়াব পাবে আসিয়া হুজুরে ॥ বিবী বলে তবে মর্দ্দ ঘরে আমি যাই হুজুরে আসিয়া যেন এর জওয়াব পাই * জওয়াব না দিতে পারলে পাইবে যন্ত্রণা ॥ আওয়াজেতে উড়াইব না পাবে ঠেকানা * হানিফা বলেন দিব জানেন আল্লাজি ॥ আইস কিনা আইস মোর বিয়ার কথা কি বিবী বলে আইলে সুর্জ্জউজ্জাল দেখিতে ॥ মরদ বুঝিব এই সওয়াল কহিতে * পার যদি জওয়াব দিবার এইবাত ॥ এখানে বসিয়া তার পাবে মোলাকাত * জওয়াব কহিলে জানিব তুমি নবীর নাতি ॥ নহেত খেলাফ বাতে দুঃখ পাবে অতি * জওয়াব না দিলে যাবে আওয়াজে উড়িয়া ॥ হাড় মাংস না থাকিলে কে করিবে বিয়া * এই বাতে হও যদি নবীর আওলাদ ॥ কবুল করিবে বিবী দেলে আরসাদ * এতেক কহিয়া বিবী চলে গেল ঘরে ॥ হেথায় হানিফা অনেক ভাবেন অন্তরে * হায়২ আল্লাতালা ঠেকিনু মুস্কিলে ॥ ইহার জওয়াব নাপারি কোন কালে * এবাত কহিতে পাখী আইল দরবারে ॥ জোড় হাতে খাড়া রহে আল্লার হুজুরে * আল্লা বলে ঘোড়াখেজুর আইলে কোন ভাবে ॥ ব্যস্ত আছহ কেন আমারে কহিবে * পক্ষী বলে আল্লাতালা ভালাবুরা যত ॥ সকলি মালুম তুঝে আমি কব কত * হানিফা সাদওয়ান বিনে পড়েছে সঙ্কটে আপনি হুকুম দিলে দিতে বারকোটে * দোসরা সঙ্কট হৈল বারকোটে গিয়া ॥ হানিফার মুরশিদ ভেজ মেহের করিয়া * আল্লা বলে ঘোড়াখেজুর বাত মেরা লেও ॥ দরবারে ফেরেশতা আছে কারে তুমি চাও * ঘোড়াখেজুর বলে আরজ সোবহান ॥ হানিফারে মুরশিদ আর ভেজহ সাদওয়ান * সাদওয়ান বেগর মর্দ্দ জ্ঞান হৈল হারা ॥ বিবীর সাওয়াল তারে দেখায় আন্ধারা * সাদওয়ান যাইলে ধরে আসিবে এলেম ॥ বিবীর বাতেরে জিনি করিবে তালেম * তবে আল্লাতালা কহে ডাকিয়া সাদওয়ানে ॥ মানভঙ্গ দিয়া যাও হানিফা কারণে * সাদওয়ান বলেন আল্লা কহি পদতলে ॥ না যাব হানিফার কাছে অনলে ডালিলে *

আল্লা সাদ ওয়ানে বলে কহি যে তোমায় ॥ হানিফা বেজার হৈলেন থোড়াই বিষয় * দুনিয়া গঠিতে হয় বহুত জঞ্জাল ॥ আখেরে হৈয়াছি আমি বান্দার রাখাল * দুনিয়ার বান্দা যদি কেহ কষ্ট পায় ॥ না বুঝিয়া কতজনে গালি মোরে দেয় * যদি সে বেজার হয় তাহাই শুনিয়া ॥ তবে কিবা কহে বাছা আমায় দুনিয়া * বেজার না হও ওগো তুমি সাদওয়ান ॥ মাফ কর হানিফারে দুর কর মান * শুনিয়া সাদওয়ান চলে ঘোড়াখেতুর সাথে যেমন আসিয়া ছিল চলে সেই বাতে * দুইজনে আইল হানিফার বিদ্যমান পক্ষী বলে চক্ষু মেলে দেখ সাদওয়ান * হানিফা খুলিয়া চক্ষু সেই ঘড়ি দেখে ॥ সাদওয়ান পাইয়া দিল সেই ঘড়ি মুখে * সাদওয়ান খাইতে ধরে বসিল মুরশিদ ॥ এখনি করিতে পারি কতেক মুরিদ * হানিফা পক্ষীর তরে পাঠাইল আসমানে ॥ হানিফার পায়ে জারি রচিল নয়ানে * অধম এবাদত কহে ভাবিয়া খোদায় ॥ সবার ভালার পিছে মেরা ভালা হয় * বক্কারখাঁ এক্কারখাঁ ভাই দুই জন ॥ বড় দর্দ্দমন্দ মেরা বড় মেহেরবান আল্লা২ বল সবে দিন বয়ে যায় ॥ আখেরের কাম করি ভাবিয়া খোদায় *

পয়ার * হানিফা বলেন আল্লা শোকর দরগায় ॥ আমি বান্দা গোনাগার তরাও আমায় * তবে বিবী সুর্জ্জউজ্জাল হইতে ফজর ॥ চলিয়া আইল যে হানিফা বরাবর * আসিয়া পুছিল বিবী হানিফার তরে ॥ আপনি কথার আজি জওয়াব দেহ মোরে * হানিফা বলেন তেরা কোন ছার বাত ॥ ইহার জওয়াব দিব আমি তেরা সাথ * পশু মেরা আছে এক ফেরে সাথে২ ॥ তাহার মুস্কিল নাই তেরা সওয়ালেতে * বড়ই সওয়াল মিছে শিখিয়াছ তুমি ॥ তেরা কাছে ইহার জওয়াব দিব আমি * সাদওয়ান বেগর হানিফা আছিল কাতরে ॥ সাদওয়ান খাইতে ধরে আইল বুদ্ধি জোরে * এখন বিবীর তরে নাহি কিছু ভয় ॥ কহিল বিবীরে কবুল করনা আমায় * এতেক শুনিয়া বিবী গোস্বায় জ্বলিল ॥ ইলাহীর নামে দম শুমার করিল * জোরে বসে ডাকে নাম ঘোর হৈল আঁখি ॥ জমিন আসমান জ্বলে আইল হেন দেখি * গাভীতে বাছুর ছাড়ে আওরত ছাওয়াল ॥ গাছ হৈতে কাঁচা পাকা পড়ে কত ফল * দুনিয়া হইল ঘোর দম হৈতে সারা আসমান হইতে যেন ছুটিলেক তারা * বাসুকি গরম হৈল পাতালের বালি ॥ হানিফা ধরেছে পর সামনেতে তুলি * ঘোড়াখেতুর যেই পর দিয়াছিল তারে ॥ সামনে ধরেছে আর কি করিতে পারে * সুর্জ্জউজ্জাল বিবী হবে হারিল আওয়াজ ॥ হেথায় জৈগুণ তার পাইল আওয়াজ * হেতাব দেখিয়া বিবী করেন ক্রন্দন ॥ বিবী হানু তার তরে পুছিল তখন

চাঁদ মুখ ভাসিয়া চলে দুই চোখের পানি॥ কোন শোকে কান্দ তুমি কহ দেখি শুনি * হানিফা গিয়াছেন শহর বারকোটে॥ আছে কিম্বা মারা গেছে জানিলে কিমতে * হানিফা মরেছে বুঝি সাদওয়ান বেগরে॥ শাস্ত্রতে জানিয়া কান্দি কহিনু তোমারে * এতেক বলিয়া বিবী কান্দিয়া উঠিল॥ পুত্র২ বলিয়া যে বেহুশ হইল * কতক্ষণ বাদে বিবীর হুশ যে হইল॥ আফসোস করিয়া বিবী কান্দিতে লাগিল * কোলেতে মরিত যদি হানিফা আমার॥ আশা পুর্ণ হইত মুখ দেখিয়া বাছার * গোর দিয়া রাখিতাম আপনা সামনে॥ দেখিতাম বাছার গোর বৈকাল বেহানে * বিদেশে মরিল বাছা দানা না পাইয়া॥ এ শোক পোহাব আমি কত কাল রৈয়া * আচাং বিবী আইল শাশুড়ীকে দেখি॥ শাশুড়ীর কান্দনা শুনি আসু করি আঁখি * জৈগুণ বলে সবে কান্দ কি লাগিয়া॥ মোহাম্মদ হানিফা কোথা আছেন বসিয়া * ইলাহী আলমীন আল্লা দিয়াছে এক পাখী॥ ঘোড়াখেতুর নাম তার কেতাবেতে দেখি * সুর্জ্জউজ্জাল বিবী যে হানিফা তরে পুছে॥ যে সওয়াল পুছিনু আমি কহ মোর কাছে * হানিফার বুদ্ধি নাই সাদওয়ান বেগর॥ কি দিবে জওয়াব কৈল কহিব ফজর * ইহাতে সে ঘোড়াখেতুর আল্লার হুজুরে॥ আসিয়া সাদওয়ান আনি দিল হানিফারে * সাদওয়ান খাইয়া মর্দ্দ আরে তারে করি॥ বিবীকে কহিল হানিফা করিয়া চাপরী * সেই বিবী সুর্জ্জউজ্জাল আল্লার একিন॥ তাহার আওয়াজে কার নাহি থাকে চিন * গোস্বায় বিবী আজ আওয়াজ করিয়াছে॥ পাখীর পরের গুণে হানিফা যে বাঁচে * একদম শুমারেতে বাঁচে তার জান॥ দোছরা আওয়াজ কৈলে যাবে যে পরাণ ঘোড়াখেতুর পশু বটে বড় খাস তন॥ তার পর সামনে রাখি বাঁচিল এখন * ফাতেমায় খবর দেহ এই সমাচার॥ আখেরে সঙ্কট দেখি হানিফার উপর * জৈগুণ বলেন তবে বিবী হান্নুর তরে॥ হুকুম করহ যাই ফাতেমা হুজুরে * কহিল সমর্ত্তভান বিবীর সামনে॥ আমাকে হুকুম দেহ যাইতে সেখানে * সুর্জ্জউজ্জাল কেছা বিবী আনিব বান্ধিয়া॥ আন মান যত তার দিব ঘুচাইয়া * বিবী হান্নু বলে আমি মারিয়া না মরি॥ সঙ্গে করে লেহ যদি চলে যাইতে পারি * আগে যায় পাঁচ বিবী পিছে হান্নুফায় সওয়া প্রহরের বিচে পৌছিল মক্কায় * ঘোড়ার সওয়ার পাঁচ বউ তার সাজ॥ দেখিয়া শহরের লোক হইল হুতাশ * বোরখা সবার অঙ্গে কেহ নাহি চিনে॥ কেহ বলে হয় এরা নবীর খান্দানে *

তবে বিবী হান্নু আগে অন্দরে পৌছিল ॥ শুনিয়া ফাতেমা বিবী বাহির হইল * হান্নুফা দুপাও ধরে করিল সালাম ॥ দোয়া কৈল বিবী তারে পড়িয়া কালাম * ফাতেমা বলেন হেন বিরস বদনে ॥ কি লাগিয়া আইলে বল আমার সদনে * বিবী হান্নু বলে আমি দুঃখ অধিকারী ॥ মেরা সাথে আসিয়াছে হানিফার নারী * ফাতেমা বলেন আন আমার সামনে ॥ বউ সবাকার মুখ দেখি যে নয়নে * তবে পাঁচ বিবীকে যে আন্দরেতে নিল ফাতেমার পায় সবে সালাম করিল * ফাতেমা পুছিল বিবী কহ এইবাত দুঃখ অধিকারী তুমি হৈলে কেছা ভাত * বিবী হান্নু বলে মেরা দুঃখের কপাল ॥ বারকোটে আছে বিবী সুর্জ্জউজ্জাল * হানিফা শুনিয়া নাম ঘরে না রহিল ॥ খানা পানি ত্যাগ দিয়া ফকির হইল * যাইয়া পৌছিল বুঝি সে তার মুল্লুকে ॥ সওয়াল পুছিল বিবী শক্ত হানিফাকে * হানিফা জওয়াব দিতে না পারিল তারে ॥ এখাত্তেরে মারে তারে আওয়াজের জোরে * তুমি যদি মেহের করিয়া সেথা যাও ॥ আপনা জানিয়া তবে হানিফে বাঁচাও * নহেত হানিফা ফিরে না আসিবে আর ॥ বিদেশে মরিবে বাছা হইয়া লাচার * ফাতেমা শুনিয়া বাত কান্দিল বিস্তর ॥ কহিল যাইব আমি তালাশে বাছার * তবেত ফাতেমা বিবী আলীর আগে যায় দেখিয়া বিরস আলী পুছে হাল্লুফায় * আলী বলেন ইহার খবর কহ মোরে ॥ তোমার কিছুই শোক নাহি দুনিয়া পরে * বিবী বলে কহি তবে আপন নিকটে ॥ হানিফা সঙ্কটে পড়ে গিয়া বারকোটে * শাহা আলী বলে বিবী এয়ছা কভু নয় ॥ হানিফার শক্তি কিবা বারকোটে যায় * হাদীসের জড় সেই মুল্লুকে খবর ॥ সেই দেশে কভু নাহি যায় পয়গাম্বর এয়ছাই মুল্লুক পয়দা করেছে হকতালা । রাতদিন আওয়াজ হয় আগুণের খেলা * ফাতেমা বলিল শাহা আমার খাতির ॥ বিবী হান্নু কাঁদতেছে হইয়া অধির * জৈগুণ মল্লিকা সাথে পাঁচ বউ তার ॥ কান্দিয়া আইল সবে হুজুরে আমার * হানিফা উপরে আমি দরদ ভারি রাখি ॥ স্থির হৈতে নারি যতক্ষণ নাহি দেখি * আলী বলে তবে তুমি না করিও দেরী ॥ বাছার তালাশে যাও অতি শীঘ্র করি * এতেক বলিয়া বিবী গমন করিল নবীর রাওজায় গিয়া হুকুম লেইল * সালাম করিয়া গোরে যায় নেকালিয়া ॥ পবনের ভরে যেন চলিল চড়িয়া * ফাতেমা খাতুন বিবী আছে দুনিয়ায় ॥ আসমান জমিন আদি তাহাকে ডরায় * অতএব ফাতেমা যায় বারকোটি দেশে । সূর্য্য কাঁপে বন্ধ আপন বাতাসে * সূর্য্যের জোর বন্ধ [illegible] ॥ [illegible] চলিল পানি তাহা জানি *

মাসেকের পথ ঘাট আইল পলকে। তবে নিজ মূর্ত্তি মাতা হয় আপনাকে মায়া মূর্ত্তি হয় মাতা হাওয়া ভরে বলে॥ জৈগুণের তরে মাতা তুলে নিল কোলে * জৈগুণ বলেন মাতা কোলে করি মোরে॥ কেমনে হাঁটিয়া তুমি যাবে এত দূরে * ফাতেমা কহেন বিবী তোমার বরাবরি জাহান লইব কোলে তুমি কেবা ভারি * যখন ফাতেমা বিবী এই কথা কয়॥ ঘোড়াখেত্বর জানিয়া যে কহে হানিফায় * আইলেন জগৎ মাতা আর যে জৈগুণ॥ এবে তুঝে কি করিবে তাহার দুশমন * ঘোড়াখেত্বর এই বাত কহিতে২॥ ফাতেমায় আইলেন আর জৈগুণ কোলেতে * সালাম করিয়া হানিফা ফাতেমার পায়॥ দোয়া কর জগৎ মাতা হাত দিল গায় * শোকর করিল বিবী বেটার মুখ দেখি॥ বিবী কহেন দেখিয়া ঠাণ্ডা হৈল আঁখি * ফাতেমা বলেন যে পরাণ কান্দে সাচ্চা॥ এত দুঃখ বিদেশেতে পাইল মোর বাচ্চা * হানিফা কান্দিয়া পরে ফাতেমার পায়॥ কপালে আছিল দুঃখ কহিলে কি হয় * আমার ভাগ্যেতে তুমি পৌছিলে আসিয়া॥ দুঃখেতে হইল সুখ কদম দেখিয়া জৈগুণ দেখিয়া দুঃখে কান্দিতে লাগিল॥ ফাতেমা হানিফা বোধ তাহারে করিল * হানিফা কহেন দুঃখ মেরা সমাচার॥ কেমনে পাইলে তাহা ভাগ্যেতে আমার * কহ দেখি কেমন আছেন ইমাম দুই ভাই॥ যাহার জন্যেতে আমি সদা দুঃখ পাই * ফাতেমা বলেন মেরা হাসান হোসাইন ভাল আছেন কান্দেন কেবল তোমার কারণ * ঘোড়াখেত্বর আসিয়া যে সালাম করিল॥ ফাতেমা করিয়া দোয়া কহিতে লাগিল * যে কাম করিলে তুমি শোধ দিব কিসে॥ সঙ্গেতে লইব বেহেশতে গিয়া তেরা পাশে সুর্জ্জউজ্জাল সেই ঘাড় আসিল আওয়াজে॥ হানিফে মারিতে নারে আওয়াজের তেজে * চক্ষু ঘোরে সেই বিবী করে নিরক্ষণ॥ হানিফার কাছে দেখে আর দুই জন * চাঁদের উদয় যেন এই দুই পরী॥ কোথায় থাকিয়া এল এ সব সুন্দরী * আগেতে দেখিল বিবী ধ্যানেতে বসিয়ে আসিয়াছে শুনে ইহা রাসুলের মেয়ে * তার সাথে আসিয়াছে বিবী যে জৈগুণ॥ শুনে ইহা রাসুলের হানিফার দুশমন * যে হইক সে হইক কাজ নাই সেখানে॥ আইলেন বরকত মাই দুনিয়ার প্রধানে * এতেক ভাবিয়া দোন উঠিয়া যে যায়॥ খাড়া হৈল সুর্জ্জউজ্জাল বোসা দিয়া পায় * দোন পাও ফাতেমার চুমিয়া জবানে॥ জোর হাতে খাড়া হৈল মা বরকত সামনে * ফাতেমা বলেন তুমি কাহার নন্দিনী॥ তোমার বাপের নাম কহ দেখি শুনি * সুর্জ্জউজ্জাল বলে শুন জগৎ জননী॥

সুর্জ্জউজ্জাল নাম মোর শবশবের নন্দিনী * ফাতেমা বলেন শুন সুর্জ্জউজ্জাল তুমি মেরা হানিফার হইয়াছ কাল * কহ দেখি কি কি সওয়াল জান তুমি॥ তাহার জওয়াব দিতে পারি কিনা আমি * সুর্জ্জউজ্জাল বলে তুমি রাসুলের ঝি॥ তোমার হুজুরে মোর সওয়াল আছে কি * বরকত জননী মোর মুল্লুকে দুনিয়ার॥ তোমাকে সওয়াল কৈলে হব গোনাগার মোহাম্মদ হানিফা আইল আমাকে দেখিতে॥ কহে আমি নবীর নাতি জননী বরকতে * এখাতেরে কয়েক সওয়াল দিনু তারে॥ নবীর আওলাদ কিনা বুঝিব কি প্রকারে * একিন রেখেছি আমি নবীর খান্দানে॥ খেদমত কবুল যে করিব দেল জানে * হানিফা তোমার বেটা সাচ্চা কিনা নয়॥ সাচ্চা হৈলে কালেমা পড়িব সর্ব্বদায় * হানিফা বলেন আমি নবীর খান্দান॥ এতবার না হয় মোর শুন সাহেবান * হানিফা আলীর বেটা কাহার উদরে॥ পয়দা হইল মাতা কহনা আমারে ফাতেমা বলেন বিবী হানুফা নাম বলে॥ দুই জন বসিয়াছে এক গাছ তলে * বিবী হানু আমি দুই সতীন যে বটে। এখাতেরে আসি তেরা কাছে বারকোটে * মোরা দুই বসে আছি এই গাছ তলে॥ শুভ ফল ফলে যেই দরখতের ডালে * সেই গাছের ফল মোরা করিয়া পালন বিচার করিয়া দেখি পরখ আপন * আলমে খ্যায়ান সবে করেছে মালুম জানিতে নারিল কেহ হানিফায় কেমন * হানিফা যে আমা সবের ঘরের চেরাগ॥ আন্ধার হইয়াছে যে নবীর খাস বাগ * হানিফা বেগর যে আন্ধার হল ঘর॥ রাহা তাকাইয়া আছেন আলী জোরওয়ার * সুর্জ্জউজ্জাল বলে আমি করিনু কবুল॥ চাটিয়া খাইব তার কদমের ধুল * গোনা খাতা মাফ কর হানিফা পাহালওয়ান॥ লেওগুণ্ড করিয়া যদি সাথে লিয়া জান * তার সাথে দেলে কিছু না হয় আমার॥ আপন বলিতে মেরা দোসরা কে আর * তবে বিবী ফাতেমায় হানিফার তরে॥ কহিলেক কালেমা পড়াও ইহার তরে * শুনিয়া হানিফা শাহা খোশাল হইয়া॥ কালেমা পড়ান তারে বিসমিল্লা বলিয়া * বিবী বলে শাহাজাদা তুমি হৈলে সখা॥ তোমা হৈতে পাই যদি রাসুলের দেখা * চল শাহাজাদা চল মোরে সাথে লিয়া॥ রাসুলের রাওজা জেয়ারত করি গিয়া * এতবলি সুর্জ্জউজ্জাল জোড় হাত করি কহিতে লাগিল বাত বিবী বরাবরি * মা বাপের দেশ এই ছাড়ি এক কালে॥ আকবতে তোমার চরণ পাইব বলে * এক বাত কহি আমি তোমাদের পায়॥ দৌলত আমারে যাহা দিয়াছেন খোদায় *

খানা পানি জেয়াফত করি তার আমি ॥ মেহের করিয়া কবুল করহ তুমি বারকোটে যত লোক পড়াপরশী আছে ॥ সবের মেহমানী করি কহি তোমার কাছে ✱ ফাতেমা কহেন জেয়াফত কর তুমি ॥ সবে খাবে ইহাতে যে খুশী আছি আমি ✱ সুর্জ্জউজ্জাল বিবী তবে জেয়াফত কৈল বাকি যত মাল ছিল বিলাইয়া দিল ✱ তবে বিবী সুর্জ্জউজ্জাল কহিতে লাগিল ॥ আমার খাতেরে মা এতেক দুঃখ পাইল ✱ ফাতেমা কহেন বিবী কহি তেরা ঠাঁই ॥ তুমি হেন সতী নারী আর কেহ নাই ✱ সব বাতে আল্লা তেরা বখশীবেক গোনা ॥ বেহেশত পাইবে তুমি নবীজির আহলে খানা ✱ কহেন ফাতেমা ফের হানিফার ঠাঁই ॥ বিলম্বেতে কাজ নাই চল ঘরে যাই ✱ শুনিয়া হানিফা শাহা হইল তৈয়ার ॥ ঘোড়ার উপরে মর্দ্দ হইল সওয়ার ✱ সুর্জ্জউজ্জাল বিবী চলে তৈয়ার হইয়া ॥ যেমন শেলওয়াত লিল বাদশাই ছাড়িয়া ✱ ফাতেমা জৈগুণ চলে পবনের ভরে যেমন আসিয়াছিল চলে বাও ভরে ✱ সুর্জ্জউজ্জাল হানিফাকে সাথে করি লিয়া ॥ মক্কার মসজিদে বিবী পৌছিলেন আসিয়া ✱ সেই খানে সবে মিলি নামাজ পড়িয়া ॥ হজরত আলীর আগে পৌছিল যাইয়া ✱ বেটা বউ দেখিয়া হইলেন বড় খুশী ॥ রাওয়াজ সালাম করে কহিলেন আসি ✱ বিবী হানু দেখে খুব হইল নেহাল ✱ ফাতেমার পায় ধরি হইল খোশাল ✱ মোহাম্মদ হানিফা তবে সবারে লইয়া ॥ ফাতেমা হজরত আলী ভাই সবে কৈয়া ✱ সালাম করিয়া সবে ভাই বাপের আগে ॥ আসিয়া পৌছিল যদি শহর নজদিকে ॥ হানিফা শাহার যত ভাই বন্ধুগণ আগু বাড়াইয়া লিল করিয়া যতন ✱ বিবী হানু আপনার বউ সবে লিয়া খোশালে আন্দর মহলে পৌছিল যাইয়া ✱ হানিফা বসিল গিয়া তখতের উপরে ॥ যেই মত্তি সেই মত্তি কৈল পরওয়ারে ✱ তামাম হইল পুথি কেচ্ছা হানিফার ॥ বক্কার বলেন নাম লেহ যে আল্লার ✱

মুদ্রাকর—এম, আজিজুর রহমান চৌধুরী
[illegible] প্রেস, ৫০নং হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা।